দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 3 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

'সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আইন তৈরি করুন'

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের সব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট আইন (বিধিমালা) প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সিদ্ধান্ত কেন বেআইনী ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। সওগাত পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, বেগম পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম এবং শিশু সাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত ১২৭ বছরের 'নাসিরউদ্দীন স্মৃতি ভবন' প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষণে কেন নির্দেশনা দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।

বুধবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চগুলো এ আদেশ প্রদান করেছেন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশের সব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার) পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট আইন (বিধিমালা) প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বেসরকারী এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এক বছরের মধ্যে আইন (বিধি) প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

জনস্বার্থে দায়ের করা এক রিট আবেদনের শুনানিতে জারি করা রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত এ আদেশ দেন। আদালতে রিট আবেদনের শুনানি করেন আইনজীবী এ বি এম নুরুল ইসলাম। তাকে সহযোগিতা করেন এ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন ও এ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন মহিম। এক বছরের মধ্যে এ আইন (কোড) প্রণয়ন বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দিতেও সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এর আগে ২০১২ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে আইন (কোড) প্রণয়নের জন্য জনস্বার্থে হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী এ বি এম নুরুল ইসলাম। আদালতে আবেদনের পক্ষে তিনি নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল অরবিন্দ কুমার রায়।

পরে অরবিন্দ কুমার রায় বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞদের

হাইকোর্টের নির্দেশ

নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে আইন (কোড) প্রণয়নের জন্য রিট করা হয়েছিল। এর জবাবে সরকার এ বিষয়ে কোড প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে আদালতে প্রতিবেদন দিয়েছে। এরপর শুনানি শেষে আদালত সরকারের প্রক্রিয়াধীন কোডটি এক বছরের প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে। তিনি বলেন, এর মধ্যে কিন্ডারগার্টেন, কওমি মাদ্রাসা থেকে শুরু করে সকল প্রকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকবে।

এ বি এম নুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলছে। যা সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ ১৯৯৫ সালের ১০ অক্টোবরে করা প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম নীতিমালা রাষ্ট্রপতি বা সংসদ প্রণয়ন করেননি। তিনি বলেন, আমি শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট আইন চেয়ে একটি রিট আবেদন করেছিলোম। বিগত পাঁচ বছর আদালতে এ বিষয়ে শুনানি করেছি। বুধবার এ বিষয়ে আদালত নির্দেশনা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন।